নিউজিল্যান্ডে দাদাদের সিরিজ হারের শোক আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটানোর লড়াই ভাইদের

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ভাইরাস আজও ইনবক্সেই ছিল

গৌতম ভট্টাচার্য • মুম্বই

৮ ফেব্রুয়ারি: আন্দাজ করার অসহায় চেষ্টা করছি হোয়াটসঅ্যাপ জোকটার ভাগ্য এরপর কী দাঁড়াবে?

বলা হচ্ছিল মাত্র ক'দিন আগেও যে হারতে হারতেও জেতে তাকে অভিহিত করা হয় বাজিগর। অউর হার কর জিতনে ওয়ালোকে বাজিগর কহতে হ্যায়। আর জিততে জিততে যারা হারে তাদের বলা হয় নিউজিল্যান্ড!

একটা ম্যাচে দরকার ছিল ৪ বলে ২ রান। আর একটা টি-টোয়েন্টি শেষ করতে ৬ বলে ৭ রান। দু'টোই না করতে পেরে সুপার ওভারে হেরে বসার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিউজিল্যান্ডকে যা নয় তাই বলা শুরু হয়ে যায়। একজন বলছেন, চোকিংকেও যারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে তারা নিউজিল্যান্ড।

শনিবার আরব সাগর ধারের ক্রিকেটমন্ত্রিত নগর বিস্ফারিত আন্দাজের চেষ্টা করছে তা হলে কোহলির ভারতকে কী বলা হবে? হরভজন সিংয়ের যেমন কিছুতেই বোধগম্য হয়নি এ দিন সামিকে বাদ দেওয়া হল কেন? মুম্বইয়ের স্টার স্পোর্টস স্টুডিওতে বসে বেঙ্কটেশ প্রসাদ— তিনি জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে ঢোকার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোর বিরক্ত হয়ে পড়ছেন পৃথ্বী শ'কে দেখে। খুবই মৃদুভাষী প্রসাদ। কিন্তু আজ তাঁর হতাশা যাচ্ছে না, "এই ছেলেটাকে কবে থেকে আমি দেখছি। এক রোগ। মনে করে সব বলই মারা যায়। টাইট ডিফেন্সের মাহাত্ম্য মুম্বইয়ের ছেলে হয়েও মাথায় নিল না।"

কিন্তু এ সব টুকরো-টাকরা নমুনা। সমবেত ভাবে আসল ভয়ের সঙ্কেত নয়। আসল লাল সিগন্যাল হল, নক আউটের মারাত্মক চাপ উপস্থিত হলে ওল্ড ট্র্যাপোর্ডের ট্র্যাজিক জুলাই দিবসের পুনরাবৃত্তি আজও হচ্ছে। মানে ক্যালেন্ডারে মাসটাই শুধু পাঁচটা পাতা সরেছে। বছরটা ঘুরেছে। ভাইসারটা কি তা হলে করোনার মতোই মারাত্মক হয়ে গেল নাকি যে, ৫-০ সংহারের পরেও ডিলিট হয়নি। ইনবক্সেরই নীচে সিটকে পড়ে ছিল!

ম্যাঞ্চেস্টারে হৃদয় ভেঙেছিল ১৮ রানের দূরত্ব। অকল্যান্ডে বেড়ে হল ২২ রানের। ওখানেও রবীন্দ্র জাদেজার ক্রিকেট রাজপুতোচিত লড়াই। এখানেও। এখানেও রান আউট। ওখানেও মর্মস্পর্শী রান আউট কাহিনি ছিল। ওখানেও অপেক্ষাকৃত কম রানের টোটাল তাড়া করার ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল সেরা ফিনিশার বিরাটের রান না পাওয়া। আশ্চর্য, শনিবারও তাই।

নভদীপের ৪৯ বলে ৪৫ রানের ইনিংসও শেষমেশ হার বাঁচাতে পারেনি - দেবাশিস সেন

ওখানেও দল নির্বাচনে বিস্তর ভুলভাল ছিল। এখানেও তাই। মহম্মদ সামি দু'জায়গাতেই বাদ। ওখানেও চমৎকার ভাবে রান তাড়া করে স্মরণীয় ম্যাচের স্তরে তুলে দেয় ভারত। ইডেন পার্কেও তাই। এত মিল যে চমকে চমকে উঠতে হয়।

অমিলের মধ্যে গতকাল থেকে ভারতীয় শিবির আকারে-ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করছিল, এই সিরিজকে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাদের অ্যান্টেনা নাকি একমাত্র সঙ্কেত পাচ্ছে টি-টোয়েন্টি আর টেস্ট ম্যাচের। টি-টোয়েন্টি কারণ এ বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে। টেস্ট কারণ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে। যেখানে ভারত ভাল অবস্থায়।

ওয়ান ডে-র কোনও বিশ্ব পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ যেহেতু সামনে নেই, এই ফর্ম্যাটে শক্তিক্ষয় করে কী লাভ? কোহলি তো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে আকারে ইঙ্গিতের পর্দাটাও ফাঁক করে পরিষ্কার বললেন, এই ফর্ম্যাট এখন খুব প্রাসঙ্গিক নয়। শুনে অবিশ্বাস্য লাগল।

প্রাসঙ্গিক না হওয়ার জন্য নাকি এত এক্সপেরিমেন্ট। তাই যদি হবে কুল-চা জুটিকে একসঙ্গে খেলানো হল না কেন? মণীশ পাণ্ডে বেচারি তো সুযোগই প্রায় পান না। তিনি আবার মাঠের বাইরে কেন? সামির না হয় বিশ্রাম দেওয়ার থিওরি হয়, পাণ্ডের জন্য? কেদার যাদবের ব্যর্থতা নিয়ে এত কথা হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই হচ্ছে। কিন্তু এটাও তো অসঙ্গত যে, টানা দু'টো ম্যাচে অলরাউন্ডার তাঁকে বল না দিয়ে ব্যাটিংয়ের সময় বাড়তি চাপ তৈরি করে দেওয়া হবে। রান পাওনি কী বাদ। এক্ষেত্রে হয়তো কেরিয়ারই শেষ!

নভদীপ সাইনি মরে যাওয়া ম্যাচকে শেষ দিকে অকাল দীপাবলির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। কে জানত, তাঁর এমন ব্যাটিং প্রজ্ঞা যেখানে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে অ্যাভারেজ ১০। সর্বোচ্চ রান ৪২। এ দিনের ইনিংসে একটা শকিং সুইপও ছিল। যা সেরা সময়ের রোহন কানহাই মারতেন। তারপর সোলকার। ইডেন পার্কের কিছু দূরেই বাঞ্জি জাম্পিং থেকে শুরু করে একগাদা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের ব্যবস্থা। নিউজিল্যান্ড বিখ্যাত রাগবি টিম ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টের জন্য। সাইনির ৪৯ বলে ৪৫ পরিস্থিতির চাপ অনুযায়ী দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারই ছিল। সমস্যা হল, সে অ্যাডভেঞ্চাকে ঢাল করে আপাতত বেঁচে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বলার সুযোগ আছে প্রায় করে ফেলেছিলাম। আর সেটাই দগদগে ঘা-টাকে ফের ঢেকে ফেলে। গণস্মৃতিশক্তি সাময়িক হতে পারে। কিন্তু ক্রিকেট রেকর্ডের তেমন দায় নেই। ইদানিং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রান তাড়া করার ব্যর্থতা এক ঝটকায় মনে করিয়ে দেবে:

বিশ্বকাপ গ্রুপ লিগ ম্যাচে বার্মিংহ্যামের ইংল্যান্ড। রান তাড়া করে হার।

সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড। রান তাড়া করে হার।

শনিবার অকল্যান্ডের নিউজিল্যান্ড। আবার রান তাড়া করে হার।

ওয়ান ডে টিমের কম্বিনেশনটা যে আজও ঠিক করা যায়নি বোঝাই যাচ্ছে। টেল এন্ডারের চাপের মুখের শৌর্য দিয়ে আসল সত্য ঢাকা যাবে না যে, প্রেশার ম্যাচ বার করার জন্য আজও টিমের মাত্র দু'জন ব্যাট। রোহিত আর বিরাট। এঁরা কম রানে গেলেন কী শোভাযাত্রা চালু হয়ে গেল।

আর ওয়ান ডে সিরিজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া? তা-ও তো সেই নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে যারা জীবনের সেরা সম্ভাব্য আনন্দ লুঠ করেছে মাত্র সাত মাস আগে? হতে পারে? কোহলি সারা জীবনে ভুলতে পারবেন সেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা? কোনও শীর্ষ ক্রীড়াবিদ কখনও ভোলে সিংহাসন কাছে সরে যাওয়ার মর্মবেদনা?

তা হলে ইয়ান বোথাম কেন আজও আক্রোশ দেখান বিরানব্বইয়ের কাপ ফাইনালে পাকিস্তানিদের অযৌক্তিক আবেদনে আম্পায়ারের হাত তুলে দেওয়া নিয়ে? কেন হ্যারল্ড লারউড বডিলাইন সিরিজের ষাট বছর পরেও আক্ষেপ করেছেন এমসিসি-র ব্র্যাডম্যানের আবেদনে সাড়া দেওয়া নিয়ে? কেন আজও কপিল দেব অনুতাপ করেন, সাতাশির সেমিফাইনালের গ্রাহাম গুচ আচ্ছন্ন ওই এক ঘণ্টা নিয়ে?

কিছু মনস্তাপ যায় না। এগুলো ট্যাটু নয় যে করলাম আর ইচ্ছে হল না তো মুছে ফেললাম। এগুলো হাড় মাংস বেরিয়ে শিরায় ঢুকে যায় আর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রীড়াবিদ বাকি জীবন তাকে পুত্রশোকের মতো বহন করে আর নিয়ত দগ্ধ হয়।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দুঃসহ বিকেল কোহলির কাছে তাই। অন্তত নিউজিল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে প্রতিযোগিতা তাঁর জীবনে অসঙ্গত হওয়ার কোনও উপায় নেই। এখন যা দেখছেন ভাবের ঘরে চুরি।

ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর তা নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। যা আছে ভাইরাসের দীর্ঘজীবন নিয়ে। এ তো দেখা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের মতো মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে— নক আউট চাপের মুখে ব্যাটিং অর্ডারের মহাপ্রস্থান! কী করে সারানো হবে? শাস্ত্রী জানেন। কোহলি জানেন। নাকি দু'জনের কেউ জানেন না? চিন্তা হচ্ছে যে!

ফেলুদা হলে বলতেন, ভাল লাগছে না রে তোপসে!

আমরা ম্যাচ হেরেছি ঠিকই। তাতেও শেষ পর্যন্ত যেমনভাবে দল লড়াই করেছে তাতে আমি খুশি। নিউজিল্যান্ড এক সময় ব্যাট করতে নেমে ১৯৭-৮ ছিল। সেখান থেকেও ওরা ২৭০-এর বেশি রান তুলল। ফলে আমরা সুযোগটা ঠিকঠাক নিতে পারিনি। জবাবে আবার আমরাও রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে ধাক্কা খাই। তবে নভদীপ আর জাদেজার পার্টনারশিপ আমাদের ম্যাচে টিকিয়ে রাখে। প্রশংসা বরাদ্দ রাখতে হবে শ্রেয়সের জন্যও। তবে এ বছর টেস্ট বা টি-টোয়েন্টির মতো ওয়ান ডে অতটা প্রাসঙ্গিক নয়। জানতাম না সাইনি এত ভাল ব্যাটিং করতে পারে। তাই যদি লোয়ার অর্ডার এত ভাল ব্যাটিং করতে পারে তা হলে সেটা টপ অর্ডারকেও অনুপ্রেরণা দেয় নিজেদের সেরাটা দেওয়ার...

বিরাট কোহলি

যশস্বীদের বলব, রেজাল্ট নিয়ে ভাবতে যেও না

শ্রীবৎস গোস্বামী

ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে দুই অধিনায়ক। ভারতের প্রিয়ম গর্গের সঙ্গে বাংলাদেশের আকবর আলি। শনিবার।-আইসিসি

আজ, রবিবার ভারত আরও একটা অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে নামছে— ভাবলেই প্রবল নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ছি। আজ থেকে দশ বছর আগে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে আমিও এই টুর্নামেন্টটা খেলেছিলাম। বিশ্বজয়ী হয়েছিলাম। বিরাট তো বটেই। আমাদের সেই ২০০৮-এর টিমটার সবার মনেই চিরকাল ওই টুর্নামেন্টটা আলাদা জায়গা নিয়ে থেকে যাবে। মনে আছে, প্রয়াত গোপাল স্যর (গোপাল বসু) গিয়েছিলেন আমাদের ম্যানেজার হয়ে। ফাইনালের আগের দিনটাকেও তো আজও ভুলতে পারলাম না।

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের দিনটা কেমন হয়? খুব স্বাভাবিক ভাবে টেনশনে ভরপুর থাকবে। স্নান-খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থা হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কোনও টেনশনই সে দিন আমাদের হয়নি। সতেরো-আঠারো বছর তখন বয়স আমাদের। বিরাট, আমি সবাই মিলে সন্ধের দিকে গল্প করছিলাম, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আমরা উৎসবটা কী ভাবে করব! বাড়ি ফিরলে কী ভাবে আমাদের স্বাগত করা হবে! ভাবিইনি, একটা ফাইনাল খেলতে নামছি। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খেলতে হবে আমাদের। এতটাই আত্মবিশ্বাস ছিলাম আমরা।

আসলে তার আগে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছিলাম। ওয়ান ডে-তে। ডে'জ ম্যাচে। মালয়েশিয়ায় বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে তাই না কোহলি, না বাদবাকি টিম— এতটুকু চিন্তায় পড়েনি। আমরা জানতাম, আমরাই জিতব। আর আমি নিশ্চিত, যশস্বী জয়সওয়াল-প্রিয়ম গর্গদের মাইন্ডসেট এখন ঠিক একই রকম।

বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলছি বলে, অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ দারুণ ভাবে ফলো করতে পারিনি। মাঝে মাঝে স্কোরটোর দেখেছি। কে কী করছে, খোঁজখবর রেখেছি। যশস্বী যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে দুর্ধর্ষ সেঞ্চুরি করল। কার্তিক ত্যাগী দারুণ বোলিং করছে। আমার ধারণা, ফাইনালে বাংলাদেশকে ওরা দাঁড়াতে দেবে না। তা সে ওরা যতই ভাল খেলুক। আসলে এই একটা টুর্নামেন্টে ট্রেন্ডটাই হল, ইন্ডিয়া নামা মানে দশ বারে ন'বার জিতবে। সেই বিরাট কোহলির আমল থেকে চলছে। আর তা ছাড়া যশস্বীরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এক্সপোজার পাচ্ছে। রনজি খেলে অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে। মিডিয়া কভারেজ পাচ্ছে। ওদের পক্ষে জেতাটা অনেক সহজ হওয়া উচিত। দেখুন, চাপটাপ থাকবেই। একজন ক্রিকেটারকে সারা জীবনই চাপ বয়ে বেড়াতে হয়। একজন ক্রিকেটার জানে, কী ভাবে তাকে চাপ সামলাতে হবে। ভয়টা হল, আত্মতুষ্টি নিয়ে। পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে দশ উইকেটে হারালে যেটা হানা দিতে পারে টিমে। কিন্তু অভিজ্ঞ কোচ আছেন টিমের সঙ্গে। ওঁরা নিশ্চয়ই দেখবেন যাতে আত্মতুষ্টি না হয়ে পড়ে টিম।

আমি নিশ্চিত, শনিবার রাতে যশস্বীদের কাছে বিরাটের কোনও মেসেজ-টেসেজ নির্ঘাৎ ঢুকেছে। ও আজও এই টুর্নামেন্টটা নিয়ে প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ। আর আমার তরফ থেকে ফাইনালের আগে দু'তিনটে পরামর্শ। বর্তমানে থাকো। বাংলাদেশ টিমটার জন্য প্রস্তুতি নাও। ভিডিও টিডিও দেখো। নিজের কাজে মন দাও। পা রাখো মাটিতে। আর রেজাল্ট নিয়ে না ভেবে প্রসেসে মন দাও। ব্যস, আর কী? রবিবার রনজির শেষ ম্যাচের প্রস্তুতি চলবে। তারই মধ্যে চেষ্টা করব ফাইনালটা দেখার।

গুড লাক প্রিয়ম গর্গ। গুড লাক যশস্বী জয়সওয়াল।

(লেখক বাংলার বর্তমান কিপার-ব্যাটসম্যান, ২০০৮ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বজয়ী ভারতীয় টিমের সদস্য লেখা সাক্ষাৎকারভিত্তিক)

আজ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে
ভারত বনাম বাংলাদেশ
পোচেফস্ট্রুম, দুপুর ১.৩০
স্টার স্পোর্টস ৩